সংযোজনী-২

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০০৬ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০০৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খন্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৪৭–৪৬১
২য়	খন্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৩৭–১২০০
৩য়	খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭৯–১৮২
৪র্থ	খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খন্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খন্ড—প্রথম খন্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৬১–৮৭৫
৭ম	খন্ড—অন্য কোন খন্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খন্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩৩
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, পেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খন্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
ব্যাংকিং অনুবিভাগ
প্রশাসন শাখা-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/ব্যাংকিং/প্রঃ শাখা-১/পরি-৩/৯৬-২৫৩—বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সনের ১২৭ নং অর্ডার) এর ৯(৩)(ডি) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক এবং বর্তমানে কর ন্যায়পাল হিসাবে নিযুক্ত জনাব খায়রুজ্জামান চৌধুরী এর স্থলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আবদুল করিম কে উপর্যুক্ত পর্ষদে পরিচালক পদে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ, ৬ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/ব্যাংকিং/শাখা-১/পরি-২/৯৭-২৫৫—দি গ্রামীণ ব্যাংক অর্ডিনান্স, ১৯৮৩ এর ১০ ও ১১ ধারার বিধান মোতাবেক সাবেক সচিব জনাব তবারক হোসেন কে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক ও চেয়ারম্যান পদে ২৭-৮-২০০৬ থেকে ২৬-৮-২০০৭ তারিখ পর্যন্ত আরো ১(এক) বছরের জন্য পুনঃনিয়োগ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রুহী রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৩ শ্রাবণ ১৪১৩/৭ আগস্ট ২০০৬

নং অম/অবি/প্রঃ-৩/বিবিধ-৯/২০০১/৬৮৩—অর্থ বিভাগের বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির ২৮-৬-২০০৬ তারিখের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেলের গবেষণা কর্মকর্তা, জনাব মোঃ হাকিম উদ্দিনকে ১১০০০-৪৭৫×১৪-১৭৬৫০ টাকার বেতন

মোঃ নূর-নবী (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ মে ২০০৬

নং **পবম/পরিশা-৪/নিসর্গ-৬৪/(অংশ-৪)/১১২**—নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের প্রকল্প প্রস্তাবনা মোতাবেক রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনায় রক্ষিত এলাকার অভ্যন্তরে এবং রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ ঃ যথা—লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, রেমা কালেংগা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, সাতছড়ি জাতীয় উদ্যান, চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (চুনতি রেঞ্জ এলাকা), চুনতি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (জলদি রেঞ্জ এলাকা), টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (টেকনাফ রেঞ্জ এলাকা), টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (হোয়াইক্ষং রেঞ্জ এলাকা) এবং টেকনাফ গেইম রিজার্ভ (শীলখালী রেঞ্জ) এর জন্য নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে সংশ্লিষ্ট এলাকায় সুশীল সমাজ, স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ৮ (আট) টি সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council) এবং ৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হইল ঃ

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (Co-management Council)

(ক) সুশীল সমাজ

সম্মানীত সংসদ সদস্য-উপদেষ্টা
পৌরসভা চেয়ারম্যান (যদি থাকে)
রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য (ন্যূনতম ১ জন মহিলা সদস্যসহ)-১৩
স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, চিকিৎসক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ৬-৮

(খ) স্থানীয় প্রশাসন - ৪

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-১
সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা-১
(রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত)
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি-২
(পুলিশ, বি.ডি.আর, আনসার ও ভিডিপি)

(গ) স্থানীয় জনগোষ্ঠী

সংগঠিত সম্পদ ব্যবহারকারী দলের প্রতিনিধি-৯
(Resource User Group)
(দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল)

সম্পদ মালিক প্রতিনিধি-৬
(Resource Owning Group)
(ইটভাটা, করাতকল, ফার্ণিচার ব্যবসায়ী এবং কাঠ ব্যবসায়ী)

নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু প্রতিনিধি-৩
স্থানীয় যুব প্রতিনিধি-২
রক্ষিত এলাকার সাথে সম্পৃক্ত প্রধান প্রধান উপকারভোগিদের প্রতিনিধি-১

(ঘ) স্থানীয় বেসরকারী সংস্থা/স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক গঠিত সংস্থার প্রতিনিধি-২—৪

(ঙ) অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি-৪—৬
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
পশুপালন অধিদপ্তর
মৎস্য অধিদপ্তর
ভূমি প্রশাসন
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
সমাজসেবা অধিদপ্তর
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের যথাক্রমে সভাপতি এবং সদস্য-সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ ৫৫ জন হইবে। তন্মধ্যে ন্যূনতম ১০ জন মহিলা সদস্য হইবেন। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্যরা ৪ বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন। প্রতি ৪ বৎসর অন্তর বাৎসরিক সাধারণ সভার মাধ্যমে নূতন কাউন্সিল গঠন করা হইবে। তবে স্থানীয় সরকার এবং সরকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ পদাধিকারবলে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের সদস্য থাকিবেন।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (Co-management Committee)

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল সদস্যদের মধ্য থেকে নিম্নবর্ণিতভাবে সর্বনিম্ন ১৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৯ জন সদস্য-এর সমন্বয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে ঃ

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	-	উপদেষ্টা (পদাধিকারবলে)
সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা (রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা)	-	সদস্য-সচিব (পধাধিকারবলে)
স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি (একজন মহিলা সদস্য হইতে হইবে)	-	৩-৪ জন
সুশীল সমাজের প্রতিনিধি	-	২-৩ জন
সম্পদ ব্যবহারকারী দলের প্রতিনিধি	-	২ জন
স্থানীয় যুব প্রতিনিধি	-	১ জন
সম্পদ মালিক গোষ্ঠী প্রতিনিধি	-	২ জন
নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী প্রতিনিধি	-	২ জন
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার প্রতিনিধি	-	১ জন
অন্যান্য সরকারী সংস্থার প্রতিনিধি	-	২ জন
বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি	-	১ জন

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের স্ব স্ব গোষ্ঠীর সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন। সদস-সচিব ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ছাড়া অন্য সদস্যদের মেয়াদকাল হইবে ২ বৎসর। কোন সদস্য একাধিক্রমে ২ বারের বেশী কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, একজন সহ-সভাপতি ও একজন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিবেন। রক্ষিত এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী বন সংরক্ষক/রেঞ্জ কর্মকর্তা পদাধিকারবলে উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করিবেন। সদস্য-সচিব ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে কমিটির তহবিল পরিচালনা করা হইবে। কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে সদস্য-সচিব ও সহ-সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে কমিটির তহবিল পরিচালনা করা হইবে। সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির একটি নিজস্ব কার্যালয় থাকিবে। উক্ত কার্যালয়ে একজন হিসাব রক্ষক-কাম-প্রশাসনিক কর্মকর্তা সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকিবেন। উক্ত সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ অন্যান্য রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন। আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রতি বৎসর কমিটির উপদেষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা (Audit) করাইতে হইবে। তিনি তাহার কাজ কর্মের জন্য সদস্য-সচিবের নিকট দায়ী থাকিবেন। তাহার বেতন কমিটি তাহাদের নিজস্ব তহবিল হইতে নির্বাহ করিবে। সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং সদস্য-সচিব সভা আহবান এবং সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

২। সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল ও সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ হইবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের কার্যপরিধি ঃ

(১) সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল একটি বাৎসরিক সভা এবং প্রতি বৎসর বাৎসরিক সভার অতিরিক্ত ন্যূনতম একটি সভায় মিলিত হইবে;

(২) রক্ষিত এলাকার বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনাপূর্বক কর্মপরিকল্পনা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধনের ব্যাপারে বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে;

(৩) রক্ষিত এলাকা কিংবা তৎসংলগ্ন এলাকার উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডের ব্যাপারে সভায় মিলিত হইয়া সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(৪) রক্ষিত এলাকা পরিচালনার ব্যাপারে সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(৫) রক্ষিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত আয় বা সুফল (Goods and services) উপকারভোগীদের মধ্যে বন্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক উপকারভোগীদের মধ্যে আয় বা সুফল বন্টনের বিষয়টি তদারকি করিবে;

(৬) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক প্রণীত বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা (Work Plan) পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় অনুমোদন প্রদান করিবে;

(৭) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতদ্বৈততার সৃষ্টি হইলে, সেইক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখিবে।

সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যপরিধি ঃ

(১) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ হিসাবে কাজ করিবে এবং কমিটি তাহাদের কাজকর্মের ব্যাপারে সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে;

(২) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকার ব্যাপারে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করিবে;

(৩) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা থেকে কোন আয় বা সুফল পাওয়া গেলে তাহা সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মধ্যে বন্টন করিবে;

(৪) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের আওতায় কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হইলে উক্ত কর্মকান্ডে যথাসম্ভব ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল থেকে শ্রমিক নিয়োগের ব্যাপারে বন অধিদপ্তরকে সহায়তা করিবে;

(৫) রক্ষিত এলাকা এবং তৎসংলগ্ন ল্যান্ডস্কেপ জোন এর উন্নয়নের জন্য তহবিল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রস্তাব তৈরী এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে;

(৬) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে কোন তহবিল সংগৃহীত হইলে তাহা ব্যয়ের জন্য কর্মসূচী প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করিবে;

(৭) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয়ভাবে আদায়কৃত ও ব্যয়িত অর্থের হিসাব সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে; উক্ত হিসাব কমিটির উপদেষ্টা কর্তৃক নির্দেশিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিরীক্ষা (Audit) করিতে হইবে।

(৮) রক্ষিত এলাকার সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণে পাহারাসহ কোন জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন হইলে এইক্ষেত্রে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে তদ্রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(৯) রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে বন অধিদপ্তর কিংবা অন্য কোন সরকারী/বেসরকারী সংস্থার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইলে উক্ত দ্বন্দ্ব নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে;

৩। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তারিক-উল-ইসলাম
যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩ জুলাই ২০০৬

নং **ভূমঃ/শা-২(গেঃবিঃ)-১১/২০০৫-২৬৫**—১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধিমালার ৩৪(২) বিধি মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (১৯৫১ সনের ২৮নং আইন) এর ১৪৪ ধারাধীন ৭ উপ-ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত মৌজার স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

তফসিল

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে, এল, নং	থানা	জেলার নাম
১।	বাগচানখাঁ	৫	লালবাগ	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুন ২০০৬

নং **পৌর-৩/সিবি-বিধ-২১/৯৯/৬১৬**—হবিগঞ্জ জেলাধীন শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান হাজী জাহির আহম্মেদ গত ১০-৬-০৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করায় (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর ১৪(১)(ই) ধারা মোতাবেক সরকার উল্লিখিত তারিখে শায়েস্তাগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান পদটি শূন্য ঘোষণা করলেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আজিজুল ইসলাম
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বিচার শাখা-৬

আদেশাবলী

তারিখ, ১৬ জুলাই ২০০৬

নং ৩৩৯-আর-৬/৭ এন-৩৫/২০০৬—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে এ্যাডভোকেট জনাব মোঃ ওয়ালী উল্যা আব্বাসী, পিতা মৃত মোঃ সোলায়মান আব্বাসীকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য